দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

(৮)

234

মেরুদণ্ডহীন শিক্ষা

আমাদের দেশে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ভুলের ছড়াছড়ি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বহু প্রতিবেদন বের হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তারপর এ বিষয়ে নজর দিয়েছেন এমন নজির চোখে পড়েনি। দেশের স্কুলগুলোতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদিত বইয়ে অজস্র ভুল চোখে পড়ে। বোর্ড যখন কোন বইয়ের অনুমোদন দেয়, তখন লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, ভুলে ভরা কোন বই যেন পাঠ্য করা না হয়। এটা তাদের নিকট দেশবাসী আশা করে।

অনেক বই যে তারা না দেখেই অনুমোদন দেন, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল "A Step To English Grammar, Translation and Composition" নামে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য বইটি।

কী করে এই পুস্তকটি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলে পাঠ্য করা হল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বানান ভুল তো আছেই, ব্যাকরণগত ভুলও প্রচুর।

শহরাঞ্চলে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী গৃহশিক্ষক রেখে পড়াশুনা করে। এ ভুলগুলো তাদের পক্ষে শোধরানো সম্ভব। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যেখানে ছাত্র বা ছাত্রীটির মা-বাবা ইংরেজী জানেন না কিংবা কম শিক্ষিত, তারা তো বইয়ের এই মুদ্রণপ্রমাদ ও ভুলের অপূর্ব নিদর্শন খুঁজে বের করতে পারবেন না। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের যে অবস্থা তাতে সেখানেও শোধরানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফলে তাদের ছেলেমেয়েরা ভুল শিখবে। এমনিতেই তো তারা ইংরেজীর মত একটি বিদেশী ভাষা সম্পর্কে মনে মনে একটা ভীতি পোষণ করে।

সঠিক বাক্য বা বাংলার ইংরেজী অনুবাদ যেখানে কোনমতে ছাত্রছাত্রীরা আয়ত্ত করতে হিমশিম খায়, সেখানে ভুল শিক্ষা তাদের জ্ঞানার্জনে কিভাবে সাহায্য করবে তার জবাব কে দিবে।

এ প্রসঙ্গে একথাটাও মনে করিয়ে দেয়া দরকার স্কুলের নিম্নশ্রেণীর কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত ছাপার অক্ষরকে অভ্রান্ত বলেই ধরে নেয়। গ্রামাঞ্চলে অল্পশিক্ষিত অনেক বাবা-মাও এরকম মনে করেন। তাই তাদের ছেলেমেয়েরা যদি কখনো বলে, বইতে ভুল আছে, সেকথা তারা বিশ্বাস করেন না। বইতে কখনো ভুল থাকতে পারে না—এটাই তাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

এদিকে ভুলে ভরা বই নিয়ে ছাত্ররা স্কুলে যায়। ক্লাসে শিক্ষকরাও বইয়ে কতটুকু পরের দিনের জন্য ছাত্ররা পড়ে আসবে সেটুকু চিহ্নিত করে দেন। সাধারণত এখন আর স্কুলে পড়ানো হয় না।

একেই তো শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে। অভিজাত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্তের এ সমস্যা না থাকতে পারে। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের কিণ্ডার গার্টেন, মডেল স্কুল ইত্যাদিতে পড়তে পাঠান।

কিন্তু সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা তো সীমিত সাধ্যে সাধারণ স্কুলে পড়ে। সেখানে পড়াশুনার মান ক্রমেই নেমে যাচ্ছে। তাই গ্রামের ছেলেমেয়েরা এখন আর মেধার তালিকায় স্থান পায় না।

এরকম অবস্থার মুখে বাধ্য হয়ে পাঠ্যপুস্তকের ওপর তাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। বুঝে না বুঝে তারা পাঠ্যপুস্তক থেকে মুখস্থ করে কোনমতে চালিয়ে নেয়। সেখানেও যখন জনৈক 'অভিজ্ঞ শিক্ষক'-এর লেখা ভুলে ভরা বই তাদের পড়তে হয় আর সে বইগুলো অনুমোদনের দায়িত্ব যাদের তারা চোখ মুদে থাকেন, তখন শিক্ষা গ্রহণের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু ইংরেজী ব্যাকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ ধরনের ভুল থাকে না। মূল পাঠ্যপুস্তকে অজস্র তথ্যবিভ্রান্তি কিংবা পরস্পরবিরোধী বিষয় পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছাত্ররা দিশেহারা হয়। তাদের শিক্ষার গোড়াটা কাঁচা থাকে।

বর্তমানে Functional English অর্থাৎ বৃত্তিমুখী ইংরেজী শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে সেখানে লেখা হয় Wind is abundant in our country. এমন কোন দেশ আছে যেখানে বাতাস প্রচুর নেই? এ ধরনের বাক্য বা তথ্য ছাত্রছাত্রীদের কী উপকারে আসে তা পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড-এর কর্তৃপক্ষ বলবেন?

এতো গেল বিদেশী ভাষা কিংবা ইংরেজী শিক্ষা প্রসঙ্গে। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সমস্যাও এর চেয়ে কম নয়।

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড অনুমোদিত বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা সম্ভার (লেখক : মনোতোষ মৈত্র বি,এ, বি-এড)-এর ৪৪ পৃষ্ঠায় বাক্য রচনার একটি দৃষ্টান্ত দেয়া আছে। তাতে 'সাগর' শব্দ দিয়ে বাক্য রচনার উদাহরণে লেখা হয়েছে— "বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।" বঙ্গোপসাগর শব্দের শেষাংশের 'সাগর' এভাবে ব্যবহার যে ভুল তা নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ শিক্ষক জানেন। আরেকটি বাক্য রচনা করা হয়েছে: 'ঈদ আমাদের জাতীয় আনন্দোৎসব।' হওয়া উচিত শুধু 'উৎসব'। এধরনের ভুল হয় কিভাবে? আসলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নাম ভাড়া করা হয়, বই লেখে অন্যে এবং এর জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকের একটা অংশ নেপথ্যের লেখক পায়। কিন্তু এধরনের লেখকদের লেখা মূল লেখক অর্থাৎ যার নামের ভারে বইটি চলবে তিনি আর দেখে দেন না। কারণ শিক্ষার লক্ষ্য এখন জ্ঞানার্জন নয়। শিক্ষাদান তো নয়ই। শিক্ষা দান এখন অর্থকরী একটা বিষয় মাত্র।

তাই শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে উদাসীন। শিক্ষা দেন না। শুধু বাড়িতে কী পড়বে ছাত্র সেই নির্দেশটুকু তিনি দেন। গৃহশিক্ষক রেখে যাদের পড়াবার মত সচ্ছলতা আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা কিছুটা শিক্ষা পায়। যাদের সেই সম্বলটুকু নেই, তারা পড়ে নিষ্ফলের দলে। তাই পাসের হার কোথাও এক-তৃতীয়াংশে। কোথাও একটু বেশী। পরীক্ষার হলে নকল চলে। শুধু ছাত্রই বহিষ্কৃত হয় না নকলের দায়ে, পরিদর্শকরাও জুটেন তাদের দলে। চার যুগ আগে এটা ছিল অভাবিত যে, 'পরিদর্শক বহিষ্কার' খবর হয়ে সংবাদপত্রে উঠে আসতে পারে। এখন সবকিছুই সম্ভব।

একটা কথাই শুধু শোনা যায় অহরহ 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড।' একদা এটা সত্য ছিল। আসলে সত্য ভাষণ হল মেরুদণ্ডহীন শিক্ষার আয়োজনটা আজকের দিনে ক্রমেই বিরাট হয়ে ডালপালা বিস্তার করছে জাতির জীবনে।

পাঠ্যপুস্তক লেখক বই লিখছেন। স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড চোখ বুঁজে অনুমোদন করেন। তাদের কোথায় কী স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় চোখ ফিরিয়ে আছে। নতুন নতুন দফতর খুলে এই সমস্যার সমাধান হবার নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ এ ব্যাপারে একটু নজর দিন।